56

আজকের কাগজ

তারিখ 10 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

বিশ্ববিদ্যালয় হল শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বর্তমানে এই বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করা বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার। এরপর যারা এই প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন তারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান এবং এই সৌভাগ্যবানদেরকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত অভিভাবকরাও হচ্ছেন গর্বিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই সৌভাগ্য এবং গর্বহতে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এইচএসসি পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং যার জন্যে ভর্তি ফরম পূরণ করে জমা দেয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে যারা মেধাবী তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং একটি অপেক্ষমান তালিকাও প্রকাশ করা হয়। মনোনীত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দসই বিষয়ে চান্স না পেলেও ভর্তি হয়ে থাকে। কারণ, যদি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পায় সেই হতাশায়। পরবর্তীতে তারা অন্য কোথাও/ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ভাল বিষয়ে বা সুবিধাজনকস্থানে ভর্তির সুযোগ লাভ করলে ভর্তিকৃত আসনটি ছেড়ে চলে যায়। ফলে তার আসনটি

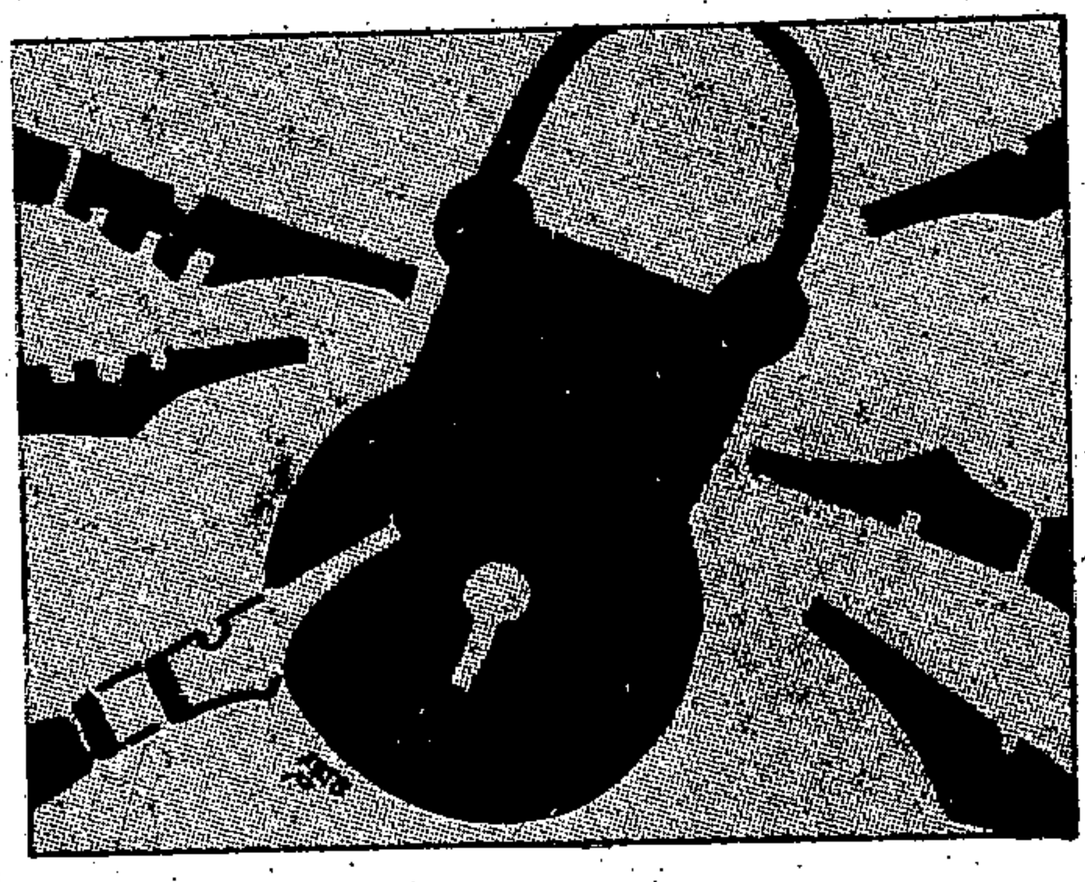

চিরকালই শূন্য অবস্থায় থেকে যায়। কারণ ভর্তির জন্যে নির্দিষ্ট তারিখ দেয়ার পর পুনরায় ভর্তি চলে না। কিন্তু তারা যদি ভর্তি না হত বা যে বিষয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই সে বিষয়ে পড়ার অনাগ্রহ প্রকাশ করত তাহলে হয়ত অপেক্ষমান, তালিকার ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ লাভ করত এবং এই আসনগুলো আর খালি থাকত না। শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ, অবহেলা এবং হেয় প্রতিপন্নতার কারণে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্রের জীবন। নিজেও পড়লো না অপরকেও পড়তে দিলো না। এরপর যা করণীয় তাহল।

প্রথমতঃ ভর্তির সময় মনোনীত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তি বাবদ মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করা হোক।

দ্বিতীয়তঃ ভর্তির পর যথারীতি ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জানানো হোক এবং পড়ার ইচ্ছে না থাকলে তার স্থলে নতুন ছাত্র-ছাত্রী (অপেক্ষমান) ভর্তি করা হোক।

তৃতীয়তঃ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না দেয়া। তাহলে অন্য বিশ্ববিদালয়টি নতুন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির সুযোগ পাবে।

মোঃ সানোয়ার পারভেজ পিন্টু
কালিবাড়ি, ঈশ্বরগঞ্জ
ময়মনসিংহ।